كتاب   القسمة

অধ্যায় ও বনটনের মাসাইল

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسمة

অধ্যায় ও বনটনের  মাসাইল গ্রন্থকার বলেন: যৌথ মালিকানাধীন ইজমালী ব
ফরা শরী'আত অনুমো দিত। কেননা, নবী করীম (স) গনীমতের মাল এবং উত্তরাধিকা
দে ন্বটনকর্ম সম্পাদন করেছেন। অধিকন্তু এ ন্বটনকর্ম কোনরূপ আপত্তি ছাড়াই
গ ধরে চলে আসছে। সর্বোপরি এতে বিনিময়ের অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা,
ন অংশীদার ব্যক্তির কোন একজনের ভাগে যে অংশ আছে, এর কিছু অংশ তো
অপর কিছু অংশ তার সাথীর। সে এ অংশটি গ্রহণ করেছে ঐ অংশের পরিবর্তে,
সাথীর ভাগে তার অংশ থেকে রয়েছে। কাজেই এতে বিনিময়ের অর্থও নিহিত রয়ে
াপযোগ্য  এবং ওযনযোগ্য বস্তুতে কোনরূপ তফাৎ না থাকায় তাতে পৃথক করার
ই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে দুই অংশীদারে
জন অপর জনের অনুপস্থিতিতে নিজের অংশ বুঝে নিতে পারে।

| যদি দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোন বস্তু খরীদ করে পরে তা বনটন ক
তবে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ (পূর্ণমুল্য হতে) অর্ধ মূল্যের বিনিময়ে
াহার (লাভের) ভিত্তিতে লাভে বিক্রি করতে পারবে।

যেহেতু জীব জানোয়ার এবং আসবাব পত্রের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান বিদ্যমান,
ণ এ সবের ক্ষেত্রে বিনিময়ের অর্থটি স্পষ্ট। আর এ কারণেই অংশীদারদের এক জ
জনের অনুপস্থিতিতে নিজ অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। যদি (তারা) দুই জন
কোন কিছু খরীদ করার পর তা ন্বটন করে নেয়, এ ন্বটনের পর তাদের কেউই নিজ

অংশ মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু যদি ঐ জীব-
ায়ারগুলো একই প্রজাতির হয়, তাহলে শরীকদের কোন একজনের বণ্টন কামনা ক
বিচারক তা বণ্টন করে দেওয়ার জন্য (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে) বাধ্য করবে। কেনন
শ্যের বিভিন্নতার কারণে এগুলোর মধ্যে পৃথক করার অর্থও বিদ্যমান আছে। আ
নিময়ের বিষয়টি এমন, যাতে ব ল প্রয়োগের বিষয়টি প্রযোজ্য হয়। যেমনিভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে বল প্রয়ে
রযোজ্য হয়ে থাকে।



|বণ্টনের জন্য বিচারক এ কারণেই বাধ্য করবে যে, শরীকদের কোন একজন বণ্টন কামনা করে বিচারকের
এ দাবীই করছে যে, বিচারক যেন তার অংশ দ্বারা তাকেই উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেন এ
াধীন সম্পত্তি দ্বারা অন্যের লাভালাভ হাসিল করার ক্ষেত্রে যেন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। অতএব বিচারকের জন্য অ
তার দাবী মঞ্জুর করা ।।

পক্ষান্তরে, জীব-জানোয়ার গুলো যদি বিভিন্ন প্রজাতির হয়, তাহলে এ সবের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যব
(বণ্টনে) সমতা বিধান করা অসম্ভব হওয়ার কারণে, বিচারক বণ্টনের ব্যপারে বিবাদী পক্ষকে বাধ্য করবে না। য
র সকলেই বণ্টনের ব্যপারে রাষী থাকে তবে বণ্টন করা জাইয হবে। কেননা, হক(পাওনা) তাদেরই। | ইমাম
: বিচারকের জন্য সমীচীন হলো (স্বাধীন ভাবে) একজন বণ্টনকারী (আমীন) নিয়োগ করা। বায়তুল
ধনাগার) থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে এবং সে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ব্যতিরেকে মানুষে
কার্য সম্পাদন করে দেবে। কেননা, এটি আদালতের সাথেই সম্পর্কিত একটি কাজ, যেহেতু এর দ্বারা পরস্পরের ঝগ
ির্মূল হয়। এ হিসাবে বণ্টনকারীর জীবিকার বিষয়টি বিচারকের জীবিকার মতই হলো। কাজেই বিচারকের ন্যায় তা
বায়তুল মাল থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত: বণ্টনকারী নিয়োগ করার উপকার জনসাধার
ই ভোগ করে থাকে। কাজেই জন সাধারণের মাল থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে হ
হিসাবে জরিমানা এ বিধান বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে। | ইমাম কুদূরী বলেন: বিচারক যদি (সরকারীভ
বণ্টনকারী নিয়োগ না করে, তবে সে এমনভাবে একজন বণ্টনকারী নিয়োগ করবে, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বণ্টন
করবে। এর অর্থ হলো : যারা বণ্টন করাবে, এ পারিশ্রমিকের দায়-দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। কেননা, এতে উপকার তে
ভাবে তাদেরই হচ্ছে। বিচারক তার জন্য স্বাভাবিক পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করে দেবেন, যাতে সে (সরক
ওয়ার সুযোগে) অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে যুলম করার সুযোগ না পায়। তবে উত্তম হলো : বায়তুল মাল হ
র ব্যবস্থা করা। কেননা, এটাই মানুষের জন্য সহজ ব্যবস্থা এবং তার অপবাদ থেকে দূরে থাকার উপায়।

| বণ্টনকারী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হলো ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ (২) আমানতদার (৩) এবং বণ্টন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ

এটিও বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ একটি কাজ। অধিকন্তু এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য কুদরত তথা ক্ষমতাবান হওয়া আবশ্যক। আর তা হাসিল

ত ইলমের(জ্ঞানের) দ্বারা। অনুরূপভাবে এ কাজের জন্য ১. হাদীসেও এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে,5L১

রই জরিমানা তথা দায়িত্ব আপতিত হয়ে

। কাজেই যাদের লাভ হবে 'তাদেরই এর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ও বণ্টনের মাসাইল

র্বরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হওয়াও আবশ্যক। আর তা হাসিল হয় আমানতদারীর মাধ্যমে।

বিচারক এক বণ্টনকারীকে মেনে নেওয়ার জন্য লোকদেরকে বাধ্য করতে পারবে না । এর অর্থ হলো : বিচারক লোকদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য

ারবে না যে , তারা যেন তাকেই এ কাজের জন্য শ্রম বিনিয়োগকারী বলে সাব্যস্ত করে । কেননা , আকদের ব্যাপারে বল প্রয়োগ জাইয নয়

তু যদি এক ব্যক্তিকেই বণ্টনকারী মনোনীত করা হয়, তাহলে সে স্বাভাবিক পারিশ্রমিক হতে অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ

দের প্রতি যুলম করবে ।

| যদি অংশীদারগণ একমত হয়ে নিজেদের সম্পত্তি নিজেরা পরস্পর বণ্টন করে নেয় , তাহলে তা জাইয আছে । কিন্তু যদি অংশীদারদে

বালক বাচ্চা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারক বা আদালতের ফয়সালা আবশ্যক হবে । কেননা, তাদের ( অংশীদা

নাবালকের) উপর কোন কর্তৃত্ব নেই ।

ইমাম কুদূরী বলেন : বণ্টনকারীদেরকে এ সুযোগ দেওয়া যাবে না যে , তারা সকলে একত্রে মিলে বণ্টন

দন করবে, যাতে তাদের পারস্পরিক ঐক্যমতের কারণে পারিশ্রমিকের বিষয়টি অত্যধিক বৃদ্ধি না পেয়ে য

যদি বণ্টনকারীগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না থাকে, তাহলে বণ্টন কার্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকায় তারা প্রত্যে

হাসিলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে । ফলে পারিশ্রমিক সস্তা হবে।

| ইমাম কুদূরী বলেন : বণ্টনের পারিশ্রমিক মাথা পিছু হারে ধার্য হবে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ।

পরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ( র) এর মতে প্রত্যেক্যের ভাগ অনুসারে তা সাব্যস্ত হবে । কেনন

মালিকানার ব্যয় । কাজেই তা মালিকানা হিসাবেই সাব্যস্ত হবে । যেমন কয়াল-ওযনদাতার খরচা , যৌথ কূপ খন

যৌথ মালিকানাধীন গোলামের খরচা ইত্যাদি (মালিকানা হিসাবেই সাব্যস্ত হয় ) ।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো : পারিশ্রমিক দিতে হয় মালামাল পৃথক করার দরুন। আর এ পৃথক

বিষয়টিতে কোন তফাৎ নেই। অনেক সময় স্বল্প মালের প্রতি নযর রাখা কঠিন বিষয় হয়ে পড়ে। আবার কখনো

ও হয়ে থাকে । বস্তুত: কম-বেশীর বিষয়টি হিসাবে আনা খুবই দুস্কর ব্যাপার। কাজেই মালামাল পৃথক করণে

মূল হুকুম সম্পর্কিত হবে । ১ কূপ খননের বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা, সেখানে পারিশ্রমিক দিতে হয়

্থানান্তরিত করার কারণে । আর এতে বেশ-কম হয়ে থাকে । কাজেই কূপ খননের বিষয়ের উপর
চ্য মাসআলাকে কিয়াস করা যাবে না । )

র এ বিষয়টিতে যেহেতু কম-বেশীর কারণে কোন ব্যবধান হয় না , তাই ব্লণ্টনের পারিশ্রমিক গণি

ই পরিশোধ করতে হবে ।



গী ও ওযন করা যদি বণ্টনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে ফকীহদের এতে অনুরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে।
দি এ কাজ বণ্টনের জন্য না হয়ে থাকে , তাহলে পারিশ্রমিক দিতে হবে কয়ালী ও ওযন করার বিনিময়ে।
ার মধ্যে কম-বেশী হয়ে থাকে। (কাজেই পারিশ্রমিকের মধ্যেও কম - বেশী হবে ।) কিন্তু যদি বিষয়টি স্পষ্ট
সাধারণভাবে বর্ণনা করে, তবে এটি হবে একটি

ইমাম আবু হানীফা (র ) হতে বর্ণিত আছে যে, বণ্টনকারীর পারিশ্রমিক যে বণ্টন করে নিতে চায় , তার উ
, বণ্টন অস্বীকারকারীর উপর বর্তাবে না । কেননা , এতে লাভ হলো তার, যে বণ্টন করে নিতে চায় আর লোক
অস্বীকার কারীর ।২ | ইমাম কুদূরী বলেন : যদি অংশীদারদের সকলে বিচারকের আদালতে হাযির হয়
জমি তাদের মালিকানায় থাকে, আর তারা এ মর্মে দাবী করে যে, তারা অমুক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ সম্পা
হয়েছে, (এখন তারা এ সম্পত্তি ভাগ করে নিতে চায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, বিচার
কে) এ সম্পত্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বণ্টন করে দেবেন না , যতক্ষণ না তারা উক্ত ব্যক্তির মারা যাওয়া এবং ওয়া
কত , এ ব্যাপারে - সাক্ষী প্রমাণ পেশ করবে ।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে , বিচারক তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে
ত বণ্টন করে দেবেন এবং তিনি বণ্টন নামায় এ কথা উল্লেখ করে দেবেন যে , তিনি তাদের সকলের ক
এ বণ্টন কার্য সম্পাদন করেছেন। | যদি এ যৌথ সম্পত্তি জমি না হয়ে অন্য কোন মালামাল হয় এবং তারা দাবী কর
রাস সূত্রে এ মালামাল প্রাপ্ত হয়েছে, তাহলে ইমামত্রয়ের সকলের মতে বিচারক তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তাদের
া বণ্টন করে দেবেন । আর যদি জমির ব্যাপারে অংশীদারগণ দাবী করে যে , তারা খরীদ সূত্রে এ সম্পত্তির মা
তাহলেও বিচারক তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে এ জমি বণ্টন করে দেবেন ।

| ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি এবং দলীল হলো এই যে, কব তথা দখল হচ্ছে মা
এবং স্বীকারোক্তি হচ্ছে সত্যতার আলামত। আর তাদের যেহেতু কোন প্রতিপক্ষও নেই , কাজেই বিচারক
ই সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। যেমন, উক্তরাধিকার সূত্রের প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি এবং খরীদকৃ
ত্রে করে থাকেন । (এ ক্ষে চনি ক্ষেত্রের কনে থাকেন । এ ক্ষেত্রে--সাক্ষী প্রমাণের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এটা এ কারণে যে,তাদের বক্ত
দ্ধ প্রতিবাদকারী ও তা অস্বীকারকারী কেউ ১ . আর ঐ ওযরের কারণেই মালিকানা অনুপাতে কয়াল ও

রীকে পারিশ্রমিক প্রদানের কম দেওয়া

ঃ ।

এ গুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি অংশীদারদের কেউ বণ্টন করে নিতে চায় এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ বণ্টনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে

দারদের সকলেই ব্লটনের দাবী করে, তাহলে

ভাবে সকলের উপরই পারিশ্রমিক প্রদানের দায়িত্ব বর্তাবে ।

: ব্লটনের মাসাইল।

৬৭

নেই। অথচ অস্বীকারকারীর উপরই কেবলমাত্র স্বাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে যেহেতু কোন অস্বীকারকারী নেই, রমাণ পেশ করাতে কোন ফায়দা নেই । তবে বিচারক বণ্টননামায় এ কথা লিখে দেবেন যে, তিনি তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এ বণ্ সম্পাদন করেছেন , যাতে ব্লটনের বিষয়টি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের থেকে যেন অন্যদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত না হয়। |

আবু হানীফা ( র ) এর দলীল এই যে, বণ্টনের অর্থ হলো : মৃত ব্যক্তির উপর ফয়সালা জারি করা। কেনন পূর্ব পর্যন্ত (মৃত ব্যক্তির) পরিত্যাজ্য সম্পদ তার মালিকানায়ই থাকে । এ কারণেই (এ অবস্থায়) এর থেকে যদি কোন ভাবে বর্ধিত হয়, তাহলে এ বর্ধিত অংশেও মৃত ব্যক্তির অসিয়ত কার্যকর হবে এবং এর দ্বারাও তার ঋণ পরিশোধ করা যা

অবশ্য বণ্টনের পরবর্তী অবস্থা এ হুকম থেকে ব্যতিক্রম । মোদ্দা কথা হলো : বণ্টন করার অর্থ ব্যক্তির উপর রায় বা ফয়সালা জারি কারোক্তি এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় কোন দলীল নয় । কাজেই সাক্ষী-প্রমাণ আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, এ সাক্ষী-প্রমাণ(কোন অহেতুক বিষয় নয় , বরং এটি একটি উপকারী বিষয়ও বটে । কে াজনে ওয়ারিসদের কোন এক জনকে মৃত (মুরিস) ব্যক্তির বিবাদী নির্ধারণ করাও হতে পারে, আর তার স্বীকারে এটি নিষিদ্ধও হবে

। যেমন (মৃত ব্যক্তির) ওয়ারিস বা অসিয়্যত কার্যকরী করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ঋণের কথা স তাহলে তার স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তার সামনে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে । ২।

অস্থাবর সম্পদের বিষয়টি এ হুমুমের ব্যতিক্রম। কেননা, এ জাতীয় সম্পদ বণ্টনের মধ্যে এগুলোর হিফায ই লক্ষণীয় হয়ে থাকে । আর জমি তো নিজে নিজেই সংরক্ষিত। (কাজেই অস্থাবর সম্পদের উপর জমির বিষয়কে কিয়াস করা যা অধিকন্তু অস্থাবর সম্পদ যার দখলে থাকবে , সেই এর যামিন হবে। কিন্তু জমির বিষয়টি ইমাম আ (র) এর মতে এমন নয় । অনুরূপভাবে খরীদকৃত জমির বিষয়টিও এর থেকে ব্যক্তিক্রম। কেননা , বিক্রীত জমি বণ্টন না হ র মালিকানায় থাকে না। তাই তা বণ্টনের কারণে অন্যের উপর ফয়সালা জারী করা অপরিহার্য হয় না। ১. আর এ ফয়সালা জারী করার জন্য গ্রহ রমাণ আবশ্যক । এ পর্যায়ে শুধু স্বীকারোক্তি যথেষ্ট

। কেননা , এটি একটি অসম্পূর্ণ প্রমাণ ( ৪ এ ) কাজেই মৃত ব্যক্তির উপর কোন রায় জারী

করতে হলে সাক্ষী - প্রমাণ ব্যতিরেকে তা করা যাবে না। ২. সাহেবায়নের যুক্তিতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছিল যে , সাক্ষ্য - প্রমাণ এখানে কোন ফায়দা

নেই। এর জবাবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর পক্ষ হতে বলা হচ্ছে যে , এটি কোন অহেতুক কাজ নয়; বরং এটি একটি উপকারী কাজ। রাক্ত অবস্থায় অংশীদারদের কোন একজনকে মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি মাননানীত করা হবে, আর অপর ব্যক্তিকে তার মুকাবিলায় বিবাদী হিসাবে গ। তখনই বিচারকের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে , তাদের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা বাণী বিবাদী হতে পারবে । যে ়তর ওয়ারিশ ও অসীর স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে । কাজেই এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযো



ইমাম কুদুরী বলেন : যদি অংশীদারগণ আদালতে উপস্থিত হয়ে মালিকানা দাবী করে, কিন্তু কিভা ত তাদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে , তা উল্লেখ না করে তাহলেও বিচারক এ সম্পত্তি তাদের মধে রে দেবেন। কেননা , এ জাতীয় সম্পত্তি বণ্টন করা দ্বারা অন্যের উপর ফয়সালা জারী করা হয় না । (এ ক্ষে ান্যের জন্য মালিকানার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেনি।

ন্থকার বলেন : এটি মাবসূত' গ্রন্থের বণ্টন অধ্যায়ের একটি বর্ণনা।

জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক খণ্ড জমি—দুই ব্যক্তি এসে এর মালিকানা দাবী এবং তারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণও কায়েম করলো । আর তা তাদের দখলেও আছে । এমতাবস্থায় তারা য বণ্টন করে নিতে চায় , তাহলে "এ জমিটি তাদের"—এ ব্যাপারে তারা সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম না করা পর্যন্ত বিচ তাদের মাঝে বণ্টন করে দেবেন না । কেননা, এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে , এ জমিটি তাদের নয় , বরং অন্য । বলা হয় , এটি শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা ( র) এর অভিমত । কেউ কেউ বলেন : এটি সকলের ত। আর এ কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ । কেননা, জমির ক্ষেত্রে হিফাযতের জন্য তা বণ্টনের কোন প্রয়োজ আর মালিকানা বণ্টনের জন্য মালিকানা বাকী বা প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক । অথচ এখানে প্রতিষ্ঠিত না নেই। কাজেই উক্ত জমি বণ্টন করা যাবে না ।

ইমাম কুদূরী বলেন : যদি দুই ওয়ারিস ব্যক্তি (আদালতে ) হাযির হয়ে মুরিস (যার থেকে ধিকার প্রাপ্ত হয়েছে) ব্যক্তির মৃত্যু এবং ওয়ারিসদের সংখ্যা নিরূপণ করে সাক্ষ্য - প্রমাণ পেল এবং বা দখলে থাকে, এমতা বস্থায়(এ সম্পত্তির তৃতীয় কোন ওয়ারিস যদি অনুপস্থিত থাকে , তাহলে উপ দের বণ্টনের দাবীর ভিত্তিতে বিচারক ঐ জমিটি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন । এ পর্যায়ে বিচার এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করবেন, সে ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশটি বুঝে নেবে । অনুরূপভাবে যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি

া কোন নাবালিকা সন্তান ওয়ারিস হয় , (আর মাসআলা পূর্ববৎ হয়), তাহলে বিচারক জমিটি বণ্টন করে দেবেন ।
ত্র তিনি একজনকে অসী নিয়োগ করবেন, সে এ নাবালকের অংশটি বুঝে (দখল করে নেবে ।কেননা
এতে অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং নাবালকের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে । ইমাম আবু হানী
র মতে উপরোক্ত অবস্থায়ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ আবশ্যক। কিন্তু সাহেবায়ন এতে ভিন্ন মত পোষণ
ন আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি । যদি বণ্টনপ্রার্থী ক্রেতাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে
তৃতীয় ( ক্রেতা ) জন অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় বিচারক জমিটি বণ্টন করবেন না
য় : ব্লটনের মাসাইল



উক্ত মাসআলা দুটির মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ হলো এই যে, ওয়ারিস ব্যক্তির মা
নিধিত্বমূলক মালিকানা ! এ কারণেই মুরিস যদি কোন কিছু খরীদ করে (মারা যায়) এবং এতে যদি কোন ত্রুটি
তবে ওয়ারিস তা (বিক্রেতার নিকট ) ফেরৎ দিতে পারবে। আর সে যদি কোন কিছু বিক্রি করে (মারা যায়) ,
ব্যক্তির নিকট তা ফেরৎ দেওয়া যাবে । অধিকন্তু মুরিস ব্যক্তির শরীদের কারণে ওয়ারিস ব্যক্তি কখনো প্রতারিত হয় ।

এ পর্যায়ে ওয়ারিসদের কোন একজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার হাতে যে মাল আছে , এর ব্যাপারে , এ
বং অপর ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে দ্বিতীয় পক্ষ হবে । পরিণামে এ ব্লটন বাদী-বিবাদী উভয়ের সামনে ফয়সালা করার অনুরূপ বলে

বস্তুত : খরীদ করার মাধ্যমে যে মালিকানা হাসিল হয় , তা নুতন ধরনের মালিকানা । এ কারণেই খরীদকৃত মালে কোন
গেলে ক্রেতা তা বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারে না। অতএব উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির তরফ
তে পারবে না । এতেই উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় ।
যদি অনুপস্থিত ওয়ারিসের দখলে থাকে অথবা জমির কিয়দংশ যদি উক্ত ব্যক্তির দখলে থাকে, তাহলে বিচারক
ব্লটন করতে পারেন না । অনুরূপভাবে এ সম্পত্তি যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত আমানতদার ব্যক্তির
এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে এ সম্পত্তি যদি নাবালকের কাছে থাকে , তাহলেও উক্ত হুকুম হবে
করা যাবে না । কেননা যেহেতু এ সম্পদ অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং নাবালকের দখলে আছে, তাই (এ অবস্থায় যদি তা
তাহলে) এ ব্লটন তাদের উপর সম্পাদিত হবে এমন অবস্থায়, যখন তাদের তরফ থেকে কোন পক্ষ উপস্থিত নেই । (অথচ এভাবে ব্লটন করা জা
উল্লেখ্য যে, বিপক্ষের আমীন (আমানতদার ব্যক্তি) তার পক্ষ হতে তার উপর অধিকারের দাবী করার ক্ষেত্রে বিবাদী হতে পার
৮ বিবাদীর ১ . যেমন মুরিস ব্যক্তি কোন দাসী খরীদ করে পরে মারা গেল। এরপর ওয়ারিস ব্যক্তি তাকে উম্মে ওয়ালাদ | ( সন্তানের মা) বানিয়ে
রপর অপর কোন ব্যক্তি এ দাসীর মালিকানা দাবী করলো। এ অবস্থায় সন্তানটি আযাদ গণ্য হবে এবং ওয়ারিসের উপর ওয়াজিব হবে পাওনাদার ব
ার মূল্য পরিশোধ করা এবং দাসীকে মহর প্রদান করা । তারপর ওয়ারিস ব্যক্তি বিক্রেতার নিকট থেকে বাচ্চার দাম ও দাসীর মূল্য ফেরৎ নিয়ে নে

ফেরং নিতে পারবে না । মুরিস নিজে জীবিত থাকলে তার ক্ষেত্রেও অনুরুপ বিধান প্রযোজ্য হতো । এ পর্যালোচনার দ্বারা এ কথা প্রতিভাত হ

রিসের মালিকানা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা । কাজেই এ অবস্থায় অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা কর! অপরিহার্য হয় না । আর খ

য়মে যে মালিকানা হাসিল করা হয়েছে , এর বিষয়টি পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। কেননা , এটি প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা নয়, বরং

টি মালিকানা। এ কারণেই ক্রেতা যদি খরীদকৃত মালে কোন ত্রুটি দেখতে পায় , তাহলে সে তা বিক্রেতার নিকট তো ফেরৎ দিতে পারবে ; কিন্তু

বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারবে না। কেননা এ অবস্থায় অনুপস্থিত বাতিল উপর ফয়সালা করা অপরিহার্য হয়ে



াতি ব্যতিরেকে ফয়সালা দেওয়া জাইয নয়। এ মাসআলার ক্ষেত্রে সাক্ষী - প্রমাণ কায়েম করা ও না কর

ক্য নেই। এটিই সহীহ অভিমত। যেমন কিতাবে (জামে সগীর গ্রন্থ) বিষয়টিকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হ

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যদি কেবলমাত্র একজন ওয়ারিস হাযির হয় (এবং বন্টনের দাবী করে ) , তবে বন্টন করে দেবেন না। যদিও সে এ বিষয়ে (প্রয়োজনীয়) সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে। কেননা , ফয়সালার জন্য উভয়ের উপস্থিতি জরুরী। কারণ , একই ব্যক্তি বাদী আবার , বিবাদী উভয়টি হতে পারে গবে একই ব্যক্তি মুকাসিম ( বন্টনের দাবীদার) এবং মুকসাম (যার থেকে বন্টন করে নেওয়া হবে ) হে ন্তু যদি উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা দুই হয়, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে , যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। দুইজন ওয়ারিস হাযির হয় এবং তাদের একজন নাবালক হয় এবং অপরজন সাবালক হয় , তবে বিচারক নাবালকে একজনকে অসী নিয়োগ করবেন এবং সাক্ষী - প্রমাণ কায়েম করার পর তিনি তাদের দাবীমত জমিটি বন্টন করে দে রূপভাবে যদি একজন সাবালক ওয়ারিস এবং ; IL (যার জন্য ঐ বাড়ীর এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়ত করা র হয়ে বন্টন দাবী করে , আর তারা মীরাস ও অসিয়্যতের বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণও কায়েম করে , তাহলে বিচারক অনুযায়ী বাড়ীটি বন্টন করে দেবেন, (বাদী-বিবাদী উভয়ের উপস্থিতির কারণে) সাবালক ব্যক্তি তো মৃত ব ক্ষ হতে এবং যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে হবে নিজের পক্ষ হতে । এমনিভাবে নাবলকের পক্ষে অসী নিয়ো ন্থায়ও বন্টন করা যাবে । কেননা অসী যেহেতু নাবলকের প্রতিনিধি , তাই যেন নাবালক/সাবালক হওয়ায় নিজেই উপস্থিত

রিচ্ছেদ : যে যে জিনিস বন্টন করা যাবে এবং যে যে জিনিস বন্টন করা যাবে না

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি (একাধিক) অংশীদারদের প্রত্যেকেই নি ংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিচারক অংশীদারদের কোন একজনের দাবীর প্রেক্ষিতে জমিটি বন্টন করে

(যদিও অপর অংশীদার তা অস্বীকার করে)। কেননা , যে যে ক্ষেত্রে ন্বটনের বিষয়ে অংশীদারদের ১. কেননা আমানতদ

তো মালের হিফাযতের যিম্মাদার । বিবাদী হয়ে অন্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত

ন্য তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি । কাজেই সে বিবাদী হতে পারবে না । এতদসত্ত্বেও ফয়সালা দেওয়া হলে , এ ফয়সালা বিবাদীর উপস্থিতি ব্

অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে । অথচ এভাবে ফয়সলা করে জমি ন্বটন করা জাইয নয় । ১. অর্থাৎ এ অবস্থায়ও যেহেতু বাদী বিবাদী উভয় উপস্থিত , ত

তাদের দাবী অনুযায়ী জমি বা।

টি ন্বটন করে দেবেন।

য় : ন্বটনের মাসাইল

কোন একজনের দাবী উত্থাপনের অবস্থায় তা ন্বটন করে দেওয়া একটি অপরিহার্য হক বা (অধিকার, যা এড়িয়ে যাওয়ার া নেই) । যেমন আমরা পূর্বেও তা বর্ণনা করেছি ।

আর যদি জমির অবস্থা এমন হয় যে, অংশীদারদের কোন একজন তো নিজ অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে কিন্তু অপরজনের অংশ কম হওয়ায় সে তার অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারছে না, বরং তার ক্ষতি হচ্ছে , ায় বেশী অংশের মালিক যদি ন্বটনের দাবী করে, তবে বিচারক জমিটি ন্বটন করে দেবেন । আর যদি কম অংশের মা বী করে , তাহলে বিচারক তা ন্বটন করে দেবেন না। কেননা প্রথম ব্যক্তি তার জমি দ্বারা লাভবান হচ্ছে, কাজেই র্তব্য হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ন্বটনের দাবী উত্থাপন করে নিজের ধ্বংস কামনা করছে । কাজেই তার দাবি যোগ্য হবে না । কিন্তু ইমাম জাসসাস (র) এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন । তার যুক্তি য, বেশী অংশের মালিক ন্বটনের দাবী করে দ্বিতীয় পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা করছে । আর দ্বিতীয় ব্যা চিত্তে নিজের ক্ষতিকে মেনে নিচ্ছে । | হাকিম শহীদ (র ) তপ্রণীত মুখতাসার ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে দের যে কেউ ন্বটনের দাবী উত্থাপন করলে বিচারক জমিটি ন্বটন করে দেবেন। পূর্বোল্লেখিত আলোচনায় এর কারণ শিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কিতাবে যে মতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশুদ্ধতম । আর তা হলো প্রথমোক্ত তটি। | আর যদি অংশীদারদের প্রত্যেকের অংশই কম হয় এবং এ কারণে প্রত্যেক অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হয় া উভয় অংশীদারের সম্মতি ছাড়া বিচারক ঐ জমি ন্বটন করবেন না । কেননা ন্বটনের ব্যাপারে জোর প্রয়োগ ভালাভের পূর্ণতা বিধানের জন্য। অথচ এক্ষেত্রে ( লাভ তো দূরের কথা) লাভ পুরাটাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে । অংশীদার যদি ন্বটনের ব্যাপারে রাযী থাকে , তবে তা ন্বটন করা জাইয হবে । কেননা, হক তো তাদেরই এবং তার নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। আর বিচারক তো বাহ্যিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে ফয়সালা দিয়ে থাকে

ইমাম কুদরী (র) বলেন ঃ আসবাব-সামগ্রী যদি একই ধরনের হয় , তবে ( জোরপূর্বক হলেও) বিচারক তা ন্বটন করে দে , এক জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যও একই ধরণের হয়ে থাকে । কাজেই এ জাতীয় বস্তু ন্বটন করা হলে বিধানও হবে এবং লাভালাভও পরিপূর্ণভাবে হাসিল হবে।

ইয়ক অবস্থার প্রেক্ষিতে যে হেতু এতে ক্ষতিই দেখা যাচ্ছে, কাজেই একজনের দাবীর উপর ফয়সালা করা

না । অবশ্য যদি উভয় ব্যক্তি সম্মত হয়ে বন্টনের দাবী করে , তবে ফয়সালা করা হবে। এ ক্ষেত্রে মনে করা হবে যে, হয়তো এতে কোন কল্যা

ত আছে ।

-হিদায়া কিন্তু দুই প্রজাতির জিনিস যদি এমন হয় যে , এর কিছু অন্য প্রজাতির মধ্যে মিলানো হ
ন বিচারক বল প্রয়োগ করে তা বন্টন করবেন না। কেননা দুই প্রজাতির বস্তুর মধ্যে সংমিশ্রন হয়
কাজেই বন্টনের দ্বারা দুই বস্তুর পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় না। বরং এতে হয় পরস্পরের
নিময়। আর এ বিনিময় সিদ্ধ হওয়ার একমাত্র পথ হলো পরস্পর রাযী হয়ে তা করা , বিচারকের বল প্রয়োগে

বিচারক (প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করেও) বন্টন করে দিতে পারবেন ওয়নযোগ্য বস্তু এবং পরিমাণে
াই তা বেশী থোক বা কম হোক। (এমনিভাবে) গণনাযোগ্য এমন বস্তুও , যা পরস্পর কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় স
এবং সোনা, রূপা, লোহা এবং তামার টুকরা। (এমনিভাবে বন্টন করে দিতে পারবেন) শুধু উট , গরু ব
তু বকরী, উট, ঘোড়া ও গাধা যদি একত্রিত থাকে, তাহলে বিচারক তা জোরপূর্বক বন্টন করবেন না । তবে বরতন
বন্টন করবেন না । কেননা এগুলোর তৈরী কৌশল বিভিন্ন রকমের হওয়ায় এগুলোকে বিভিন্ন প্রজাতির বস্তুর ন
রা হয়েছে। | হিরুভী কাপড় (অংশীদার কর্তৃক বন্টনের দাবী করার পর) বিচারক তা বন্টন করে দেবেন। কেননা এগু
কারের বিশেষ কাপড় হিসাবে গণ্য ।

তবে কাপড়ের সংখ্যা যদি একটি মাত্র হয় , তাহলে বিচারক তা বন্টন করে দেবেন না। কেননা , একটি কাপ
রা হয়, তবে তাতে কেবল ক্ষতিই হয় । কারণ কাটা ছাড়া বন্টন করা আদৌ সম্ভব নয়। (অথচ কর্তন করার
বহারযোগ্য থাকে না ।।

| অনুরূপভাবে যদি কাপড়ের সংখ্যা দুই হয় তবে তাও বিচারক বন্টন করবেন না ; যদি এগুলোর মূল্য বিভিন্ন
এর কারণ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি । পক্ষান্তরে যদি কাপড়ের সংখ্যা তিনটি হয় , তবে এর হুকুম ভিন্নতর
তা জাইয হবে। যদি একটি কাপড়কে দু ' টি কাপড়ের পরিবর্তে অথবা এক কাপড় এবং অন্য কাপড়ের এক চতুর্থাংশকে ; এক কাপড় ও অন্য
াংশের পরিবর্তে প্রদান করা হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে কোন কোন কাপড়ে বন্টন কার্য সম্পাদিত হচ্ছে , আবার কোনটির মধ্যে হচ্ছে না
করা জাইয আছে।

ইমাম আবু হানীফা (র ) বলেন ঃ গোলাম এবং হিরা-জহরতের মধ্যে যেহেতু মূল্যের কম - বেশী রয়েছে
ক (জোরপূর্বক) এসব কিছু বন্টন করবেন
ক্ষান্তরে সাহেবায়ন (র) বলেন ঃ (বিচারক জোরপূর্বক ) গোলাম বন্টন করে দিতে পারবেন । কারণ এসবের জা
যেমন উট ও বকরীর মধ্যে বেশ - কম থাকা সত্ত্বেও তা বন্টন করা জাইয়। যেমনিভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে
গোলাম বন্টন করা জাই । (কাজেই সাধারণ গোলামও বন্টন করা য

১. যেমন দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন কিছু উট এবং গরু একত্রে মিলিতভাবে থাকে। ২. যেমন আমাদের দেশের পপলিন ,

, পলিষ্টার ইত্যাদি কাপড়।

য় : বণ্টনের মাসাইল

ইমাম আবু হানীফা ( র) এর যুক্তি হলো ঃ মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। তাই মানুষের বিষয়টি বিভিন্ন প্রজাতির জীবের ন্যায় বলে গণ্য হবে । (অতএব বিভিন্ন প্র বণ্টনের ক্ষেত্রে যেমন বিচারক বল প্রয়োগ করতে পারে না , এক্ষেত্রেও পারেবে না । ) জীব-জানোয়ারের থেকে ব্যতিক্রম । কেননা, এক জাতীয় জীবের ক্ষেত্রে সাধরণত : কম ব্যবধানই হয়ে থাকে । লক্ষণীয় যে, নের মধ্যেও নর ও নারী দুই জাতি হিসাবে গণ্য। অথচ জীব - জানোয়ারের মধ্যে নর ও মাদী (দুই জাতি নয়, জাতি হিসাবে গণ্য । এমনিভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের গোলামের বিষয়টিও এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা যোদ্ধাদের হক (গো যাতের (মূল্যের) সাথে সম্পর্কিত । এ কারণেই রাষ্ট্র প্রধান গোলাম বিক্রি করে এর মূল্য তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার আর সাধারণ গোলামের ক্ষেত্রে অংশীদারদের হক গোলামের সত্বা এবং মালিয়্যাত উভয়ের সাথে সম্পর্কিত । কাজে গোলামের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট।

হীরা-জহরতের বিষয়ে ফকীহগণ বলেন ? যদি এগুলো বিভিন্ন জাতের হয়-যেমন মমাতি, ইয়াকূত দি , তাহলে (বিচারক তা জোর করে বণ্টন করবেন না, কেউ কেউ বলেন ঃ হীরা - মোতি যেগুলো বড় ধরনের, বি ন করবেন না । যেহে তু এগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেশী । তবে ছোট ছোটগুলো বণ্টন করে দেবেন । যেহেতু এগুলোর মধ্যে ব্যবধা আর কেউ বলেন ঃ হীরা-মোতি বণ্টন করা আদৌ জাইয নয় । কেননা, হীরা ও মণি মুক্তা সম্বন্ধে যে অস্পষ্টতা , তা গোলামের বিষয়ের অস্পষ্টতা থেকেও অধিক । লক্ষণীয় যে, কেউ যদি হীরা-মোতি বা ইয়াকূতের বিনিময়ে কে কে বিবাহ করে অথবা এসবের বিনিময়ে কারো সাথে খুলা করে, তাহলে এসবের নাম উল্লেখ করা সহীহ হবে না। মর বিনিময়ে যদি বিবাহ বা খুলা করে , তবে তা সহীহ হবে । সুতরাং হীরা-মোতি বণ্টনের ব্যাপারে বিচারক বল প্র পারবেন না । | ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ গোসলখানা, কুঁয়া এবং (আটা ইত্যাদি পেষার) চাক্কি পূর্বক) ভাগ করা যাবে না। অবশ্য অংশীদারগণ সম্মত হলে এগুলো ভাগ করা যাবে। অনুরূপভাবে দুই বাড়ীর মধ্য ও ভাগ করা যাবে না । কেননা, এতে উভয় পক্ষের ক্ষয় - ক্ষতি নিহিত রয়েছে । আর বণ্টনের পর কারো অংশই না, যার দ্বারা কাংখিত উপকার হাসিল হবে । কাজেই এ জাতীয়) বিষয়াদি বিচারক জোরপূর্বক বণ্টন করবেন বশ্য তারা যদি পরস্পর রাযী থাকে ,

তা জাইয হবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ একই শহরে যদি যৌথ মালিকানাধীন কতগুলো বাড়ী থাকে, তাহলে ইমাম আবু হ র মতে বিচারক প্রতিটি বাড়ী পৃথক-পৃথকভাবে বণ্টন করে দেবেন । সাহেবায়ন (র) বলেনঃ যদি অংশীদারদের ১. সুতরাং যৌথ মালিকানাধী

ক জীব - জানোয়ার এবং যুদ্ধ-লব্ধ গোলামের উপর কিয়াস করা যাবে

না। -১০

**আল-হিদায়া**

জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে অংশ রেখে মিলিতভাবে বন্টন করা অধিক কল্যাণকর হয়, তাহলে বিচারক এভাবেই বন্ট
।১ ইমামগণের উপরোক্ত মতপার্থক্য যৌথ মালিকানাধীন পৃথক পানি ও বৃক্ষ শূন্য জমিখণ্ডস
ান।

হবাইন (র)-এর যুক্তি হলো ঃ উপরোক্ত বাড়ীসমূহ বসবাসের প্রেক্ষিতে নাম এবং আকারের দিক থেকে একই
জিনিষ। কিন্তু উদ্দেশ্য এবং বসবাসের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে অর্থগত দিক থেকে বহু জাতীয় জিনিষ। কাজেই
কার দেওয়া হবে এ বিষয়টি বিচারকের মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। | আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর
প্রতিটি বস্তুর গুণাগুণই মূলত: ধর্তব্য বিষয় এবং এটিই হলো মূল উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য দেশ, স্থান, প্র
র বিভিন্নতার কারণে খুব বেশী বিভিন্নতা হয়ে থাকে। এমনিভাবে মসজিদ ও পানির নিকটবর্তী হওয়ার প্রেক্ষিতে
যর মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় বন্টনে সমতা বিধান করা সম্বব নয়। এ কারণেই বাড়ী খরীদ ব
কীল নিয়োগ করা জাইয নয়। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন বাড়ীর বিনিময়ে বিবাহ করে, তাহলে এরূপ নাম উল্লে
হর হিসাবে) সহীহ হবে না। এই ওকালত ও বিবাহ যদি কাপড়ের উপর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও এই হুকু
কিন্তু একই বাড়ীতে যদি কয়েকটি ঘর থাকে,তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। কেননা প্রতিটি ঘরকে ভিন্ন
াবে বন্টন করাতে বিরাট ক্ষতি রয়েছে। কাজেই বাড়ীটি যৌথভাবেই বন্টন করা হবে।

| হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ ইমাম কুদূরী (র) একই শহরে' হওয়ার শর্ত আরোপ করে এ কথা
করেছেন যে, যদি বাড়ী দু'টি দুই শহরে থাকে, তাহলে সাহেবাইনের মতেও এগুলো যৌথভাবে বন্টন করা হবে না
ৃথকভাবে বন্টন করা হবে।) হিলাল (র) সাহেবাইন থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে
যে, (না, বরং) যৌথভাবেই বন্টন করা হবে। বস্তুত একই মহল্লাতে বা কয়েক মহল্লতে যদি কয়েকটি ঘর থাকে, তাহলে
বন্টন করা হবে। কেননা এগুলোর মধ্যে ব্যবধান খুবই নগণ্য। যেসব মঞ্জিল একত্রে মিলিত, সেগুলো একত্রে মিলিত ঘরের
াসব মঞ্জিল পৃথক পৃথক আছে, সেগুলো পৃথক পৃথক বাড়ীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এর বিষয়টি বাড়ী

পৃথকভাবে বন্টন করাকে ১৩ বলে। প্রত্যেক বাড়ীতে প্রত্যেকের অংশ রেখে

বন্ট কে ", বলে। কাজেই একই শহরে যদি যৌথ মালিকানাধীন কতগুলো বাড়ী থাকে, তাহলে এ বাড়া কিভাবে বন্টন করা হবে ? এ বিষয়ে ই
ফা ও সাহেবায়ন (র) এর মাঝে মতভেদ রয়েছে । ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : প্রতিটি বাড়ী পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করা হবে । সাহেবান (র)
বিচারকের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি ভাল মনে করলে পৃথক পৃথকভাবে

ন্টন করবেন। আর ভাল মনে করলে প্রতিটি বাড়ী যৌথভাবেও ন্টন করতে পারবেন। ২. অর্থাৎ একজনকে কয়েকটি ঘর এবং অপরজনকেও অ
ঘর দিয়ে দেওয়া হবে । ৩. মঞ্জিল হল বাড়ী (15) থেকে ছোট এবং ঘর (3 ) থেকে বড়। মৌলিকভাবে মঞ্জিলের সম্পর্ক বাড়ী-ঘর
সাথেই রয়েছে। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে এর হুকুম বাড়ীর মত হবে। আবার কোন কোন
ত্র এর হুকুম ঘরের মত হবে।



এবং ঘরের মাঝামাঝিতে রয়েছে । এ পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে । এতে প্রতীয়মান হয় যে, মঞ্জিলের সম্পর্ক
র উভয়ের সাথেই রয়েছে । অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়সালা করা হবে। | ইমাম কুদূরী (র ) বলেনঃ যদি সম্পত্তির ম
ঃ জমি থাকে অথবা যদি বাড়ী ও দোকান থাকে , তাহলে বিচারক এগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভাগ ক
। যেহেতু এগুলোর () বা জাত বিভিন্ন ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ কুদূরী গ্রন্থপ্রণেতা বাড়ী ও দোকানকে' দুই জাতীয় বস্তু বলে স
ন । ইমাম খাসসাফ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) মাবসূতের ইজারা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে,
বাড়ার লাভালাভকে ইজারা দেওয়া জাইয নেই। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে , বাড়ী এবং দোকান একই জাতীয় জিনিষ। কাজেই একথা
মাসআলাতে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে । অথবা (এ কথা বলা হবে যে, এখানে ) সূদ হারাম হওয়ার বিষয়টি সমজাতীয় হওয়ার সন্দেহের উপর

## রিচ্ছেদ : ন্টন পদ্ধতি সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম কুদূরী ( র ) বলেন ঃ ন্টনকারী ব্যক্তির জন্য সমীচীন হলো, যে সম্পত্তি বা বস্তু
হবে, প্রথমে সে কাগজের মধ্যে এর একটি নকশা তৈরী করবে। যাতে এ সম্পদের ন্টন কার্যের বিষয়টি সদা তার স্মরণে
কাগজের মধ্যেই তা সমান হারে ভাগ করবে । অর্থাৎ সে তা সমান হারে ভাগ করবে । কোন কোন বর্ণনায়
ঃ উল্লেখ রয়েছে । এ হিসাবে এর অনুবাদ হবে, "এবং একে তিনি এ ন্টনের মাধ্যমে অপরাপর অংশ থেকে পৃথ
" এবং তা পরিমাপ করবেন। যাতে এখানে কি পরিমাণ জায়গা আছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তারপর এতে যে ঘর-বাড়ী আছে, সেগুলোর মূল্যও
। কেননা, পরে এরও প্রয়োজন হবে। এরপর রাস্তা এবং পানির নালাসহ এক এক অংশকে অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথ
করবেন। যাতে এক অংশের সাথে অপর অংশের কোন সম্পর্ক না থাকে । তাহলেই তাদের পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে এবং ন্টনে
াবে সাধিত হবে ।

তারপর একটি ভাগকে প্রথম অংশ , এর সাথের ভাগকে দ্বিতীয় অংশ , এর সাথের ভাগকে তৃতীয় অংশ বলে -এভাবে সবগুলো অংশের না
এরপর লটারী দেওয়া হবে। এতে যার নাম প্রথমে আসবে , সে প্রথম অংশ পাবে। যার নাম দ্বিতীয় বারে আসবে , সে দ্বিতীয় অ

। (এভাবে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে । ) ১ . উক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে , এখানে দুই ধরনের বর্ণনা রয়ে

বাড়ী ও দোকান

জাতীয় জিনিস, (২ ) এগুলো দুই রকমের জিনিস; কিন্তু এতে এক জাতীয় হওয়ার সন্দেহ রয়েছে । আর সুদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকাও হাকীকতে

মার এ কারণেই উপোত ইয়াকে না - জাই বলা হয়েছে।

**আল-জিরা**

বক্তৃত: এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো এই যে, অংশীদারদের ভাগসমূহের মধ্যে যে ভাগটি স সটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্পত্তিকে বিভক্ত করা হবে। যদি সর্বাধিক কম অংশটি এক তৃতীয়াংশ জমিটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। আর যদি ষ ষ্ঠাংশ হয়, তবে জমিটিকে ছয় ভাগে ভাগ করা ।নটন করা সম্ভব (ও সহজ) হয়। আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের ভিত্তিতে 'কিফায়তুল মুনতাহী' গ ন্ধে আমি সবিস্তার আলোচনা করেছি।

।কার কিতাবে "এবং বnটনকারী ব্যক্তি রাস্তা ও পানির নালাসহ প্রতিটি ভাগকে আলাদা ও পৃথক করে । যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এতে তিনি উত্তম বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন। (এটি কোন অপরিহার্য বিষয় ই nটনকার যদি তা না করেন, বা তার পক্ষে যদি তা সম্ভব না হয়, তবুও বnটন জাইয হবে। ইনশাল এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা ব

| আর লটারী দেওয়ার কথা যে উল্লেখ করা হয়েছে- এর উদ্দেশ্য হলো : অংশীদারদের চিত্তের প্র ন্সা এবং স্বজনপ্রীতির অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়া। কাজেই বnটনকারী যদি লটারী ছাড়াই তাদের প্রত্যে র্বধারণ করে দেন, তবে অও জাইয হবে। কেননা, বnটনের বিষয়টিও অর্থগত দিক থেকে আদ ।ার অনুরূপ। সুতরাং (বিচারকের ন্যায়) তিনিও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারী হবেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বnটনকারী ব্যক্তি দিরহাম ও দীনারকে nটনের মধ্যে করবে না। কিন্তু অংশীদারগণ যদি এ বিষয়ে বাদী থাকে, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। কেননা মর মধ্যে অংশীদারীত্ব চলে না। অথচ বnটনের বিষয়টি অংশীদারীত্বেরই একটি হক তা অধিকার ন্তু অংশীদারগণ যদি এ বিষয়ে রাযী থাকে, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। কেননা (এরূপ করার অবস্থায় । তো মূল জমিতে পৌছে যাবে, অথচ তার যিম্মায় থেকে যাবে অন্য জনের দিরহাম সমূহ। এ ক্ষেত্রে ও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে হয়তো এ দিরহাম সমূহ তার নিকট হস্তান্তর করবে না। | যদি ত্তিতে) জমি এবং ইমারত থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ দুয়ের প্রত্যেকটি মূল্য বnটন করা হবে। কেননা মূল্য সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রের সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। ১. যেম থিভাবে একটি বাড়ীর মালিক। তাদের একজন চাচ্ছে বাড়ীর যে অংশে বিল্ডিং আছে,

সে ঐ অংশ নেবে এবং অতিরিক্ত অংশের জন্য অপর অংশীদারকে টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু অপর অংশীদার টাকা নিতে বই নয়; বরং সে এর নিতে চাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিচারক তাকে টাকা নিতে বাধ্য ক, পারবে : রং তাকে নিই দিতে হবে ।

ও ন্টনের মাসাইল



ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, জমি পরিমাপ করে বণ্টন করা হবে। কেননা, পরিমাপযোগ্য বিষয়ের চ্ছে মূল বিধান। এরপর ইমারত যার ভাগে পড়বে অথবা যার ভাগে উত্তম জমি পড়বে, সে অপরজনকে ম (টাকা) দিয়ে দেবে, যাতে উভয়ের অংশ সমান সমান হয়ে যায়। (তার মতে) জরুরতের প্রেক্ষিতে দিরহাম বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত বোনের মালে (হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে) ভাইয়ের কোন কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু বিবাহের জরুরতের প্রেক্ষি মহর নির্ধারিত করে দেওয়ার অধিকার রাখে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যার ভাগে ইমারত পড়বে, সে এ ইমারতের বিনিময়ে অপর শরীক মাণ আঙ্গিনা দিয়ে দেবে। এরপরও কারো ভাগে যদি কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় এবং সমতা বিধান সম্ভব না হয়, া ইমারতের মূল্যের সমপরিমাণ হয়না, তহলে সে(ইমারত ওয়ালা ব্যক্তি) অপর অংশীদারকে অতিরিক্ত পরি কিছু দিরহাম (টাকা) পরিশোধ করে দেবে। কেননা, জরুরত শুধু এই পরিমাণটুকুর ক্ষেত্রেই। কাজেই এই রই কেবল মূল বিধানকে বর্জন করা যাবে। (এর বেশীর ক্ষেত্রে করা যাবে না।) এই অভিমতটি র বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

াম কুদূরী (র) বলেন : বিচারক যদি অংশীদারদের অংশসমূহ ন্টন করে দেন, অথচ তাদের কোন একজনের পানির তা রয়েছে অপরজনের অংশের মধ্যে এবং ন্টনের মধ্যে (সময়) এগুলোর ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি, এ অবস্থায় যদি অংশ থেকে তার রাস্তা ও নালাকে

• দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে অপরের অংশে রাস্তা বানানো এবং পানি বহিয়ে নেওয়া তার জন্য জাইয হবে না। কেননা, অন্যের স্ব গরা ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে বণ্টনের মর্মার্থের পূর্ণ বাস্তাবায়ন সম্ভব। আর যদি ঐ ভাবে তা সম্ভব না হয়, তবে (কৃত) বণ্টন রহিত কেননা, অন্যের অংশের সাথে সংশ্লিষ্টতা বাকী থাকার কারণে বণ্টনের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। কাজেই পুনরায় নতুনভাবে ব ব। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ক্রয়- বিক্রয় এ অবস্থায় ফাসিদ হয় না। : ক্রয়- বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, কোন বস্তুর মূলের মালিক হওয়া। আর এটি হলে উপকৃত হওয়া অসম্ ষয়ের সাথেও জমা (একত্রিত) হতে পারে। পক্ষান্তরে বণ্টনের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, ন্টন তো প্রবর্তিত লাভের পূর্ণতা বিধানের জন্য। আর লাভের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়না রাস্তা ছাড়া। যদি প্রথমোক্ত অবস্থায় হক ল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্ববৎ জবাব প্রযোজ্য হবে। কেননা, বণ্টনের অর্থ হলো : পৃথক করণ রক অংশীদারদের অংশ বণ্টন করে দেওয়ার সময় নালা এবং রাস্তা সম্পর্কে কোন আলোচনা

হলে না। পরে দেখা গেল, কোন এক শীকের। ২. অ যদি মা ও নানা অন্যের জমি থেকে সরিয়ে সনি ব্যক্তির অংশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া স



করণ। এটি তখনই পূর্ণতায় পৌছবে যদি তাদের একজনের অংশের সাথে অপর জনের অংশের কোন সম্পর্ক অবশি আর এমনটি করা সম্ভবও বটে।

আর তার অংশের রাস্তা ও নালার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব, এতে কারো কোন ক্ষতিও হবে না তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম হবে, য র হুকুম এর কথা উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায় তার রাস্তা ও নালা যতকিছু আছে সবই এর মধ্যে দ য় হবে। কেননা, অন্যের মালিকানার সাথে এতটুকু সম্পর্ক বাকী থাকা অবস্থায়ও বিক্রয়ের অর্থ অর্থাৎ মালিক ব । বিষয়টি এতে পাওয়া যাওয়া সম্ভব।

আর শেষোক্ত অবস্থায় নালা ও রাস্তা বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কেননা, বণ্টন তো করা হয় রূপে ফায়দা হাসিল করার জন্য। আর পূর্ণাঙ্গভাবে ফায়দা হাসিল হয় রাস্তার ও নালার দ্বারা। যখন রাস্ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে, তখন ফায়দা পূর্ণ করার জন্য এ গুলোও বণ্টনের মধ্যে দাখিল হবে । আর বণ্টনে পৃথক করণের অর্থ রয়েছে এবং পৃথক করণ সাব্যস্ত হবে সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারা -যেমন, আমরা খ করেছি। এই পৃথক করণের প্রতি লক্ষ্য করে একথা বলা যায় যে, রাস্তা এবং নালা স্পষ্টভাবে উ ড়া বণ্টনের মধ্যে দাখিল হবে না। কিন্তু ইজারার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, সেখানে এগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ ক চুক্তির মধ্যে দাখিল থাকে। কেননা, ইজারার উদ্দেশ্য হলো উপকার হাসিল করা। আর তা রাস্তা-নালাকে ক্ত করণ ব্যতীত হাসিল হয় না। কাজেই ইজারার মধ্যে উল্লেখ করা ছাড়াও রাস্তা ও নালা চুক্তির মধ্যে হবে।

যদি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টনে রাস্তা ছাড়ার ব্যাপারে পরস্পর মতানৈক্য হয় আর এ অবস্থা নিজ নিজ অংশে রাস্তা খোলা সম্ভব হয় তাহলে বিচারক তাদের সকলের জন্য রাস্তা খোলা ছাড়াই তাদে ত বণ্টন করে দেবেন। কেননা, রাস্তা রাখা ব্যতিরেকেই পৃথককরণের অর্থ এ ক্ষেত্রের পাওয়া যায়।১

আর যদি এমনটি সম্ভব না হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের অংশে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে বি র জন্য একটি রাস্তা রেখে বণ্টনকার্য সম্পাদন করবেন, যাতে রাস্তা ব্যতীত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের ভাবে হাসিল করা

য়।

যদি অংশীদারদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, কেউ বলে, রাস্তা রাখা হবে না, আবার কেউ বলে

যে, রাস্তা রাখা তো হবে। এরূপ অবস্থা হলে বিচারক অনুসন্ধান করে দেখবেন যে, তাদের পক্ষে নিজ নিজ অংশে রাস্তা বানানো স ব কি ব হয়, তবে রাস্তা বের করা ছাড়াই বিচারক তাদের সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। এতে কারো কোন ক্ষতি হবে না।

ায় : বণ্টনের মাসাইল



দি সম্পত্তির অংশীদারগণ রাস্তার পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করে, তাহলে বাড়ীর প্রধান ফটকের দৈর্ঘ্য - প্রস্থ যে পরিমাণ হ মাণ রাস্তা রাখা হবে । কেননা , এর দ্বারাই প্রয়োজন সেরে যায় এবং তারা তাদের অংশের আনুপাতিক হারে রাস্তার মালিকানা যেমন বণ্টনের আগে ছিল। কেননা , বণ্টন তো হয়েছে রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য অংশে , রাস্তা সহকারে নয় । যদি বণ্টনে ারা এরূপ শর্ত করে যে , রাস্তা তাদের মধ্যে ও করে থাকবে(অর্থাৎ কারো ভাগে থাকবে দুই তৃতীয়াংশ এবং অপ ভাগে থাকবে এক তৃতীয়াংশ) তাহলে তা জাইয হবে। যদিও মূল রাস্তাটি তাদের মধ্যে আধাআধি করে আছে। পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে কম- বেশী করে বণ্টন করা জা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি নীচের তলায় দুই ব্যক্তির অংশীদারীত্ব থাকে , এর দারীত্ব না থাকে , অথবা উপরের তলায় অংশীদারীত্ব থাকে, কিন্তু নীচে নয়, অথবা নীচ ও উপর উভ দারীত্ব থাকে তবে প্রত্যেক তলার মূল্য পৃথক পৃথক ভাবে সাব্যস্ত হবে । এ ক্ষেত্রে এ (মূল্য) ছাড়া অ হবে না।

গ্রন্থকার বলেন : এটি ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত । কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউ বলেন : এ জাতীয় সম্পত্তি পরিমাপ করে বণ্টন করা হবে । ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হচ্ছে : এমন উপযুক্ততা এবং সম্ভাবনা রয়েছে , যা উপরের তলায় নেই । যেমন , (নীচে ) পানির কূপ তৈরী করা কামরা তৈরী করা, উট বা ঘোড়ার খোয়াড় বানানো, ইত্যাদি। এ অবস্থায় উপর ও নীচ তলার মধ্যে মূল তিরেকে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। (কাজেই মূল্য) সাব্যস্ত করে সে হিসাবেই তা বণ্টন করা হবে।) আর ইমাম আবু হানীফা ও ইম ফ (র) এর যুক্তি হলো : হাত ও গজ দ্বারা পরিমাপ করে বণ্টন করাই হলো আসল। কেননা , এখানে অংশী রিমাপযোগ্য বস্তুতেই , মূল্যের ক্ষেত্রে নয়। কাজেই যথা সম্ভব পরিমাপ করে বণ্টন করার উপরই আমল করার চেষ্টা করা হ লক্ষ্যণীয় হলো বসবাসের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা, উপকার হাসিল করার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা নয় ।

এরপর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ ( র ) এর মধ্যেও এ ব্যাপারে মতভেদ হয় যে , গজ বা কেমন করে পরিমাপ করা হবে? ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : নীচের তলার এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান । আর ইমা (র) বলেন : (না, বরং) এক হাতই এক হাতের সমান বলে গণ্য হবে । কেউ কেউ বলেন, নীচের তলাকে উপর তলার উপর অগ্রাধিকার প্রদান

ক সমান মান দেওয়া অথবা কখনো নীচের তলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবার ১ . এখানে দৈর্ঘ্য বলতে উচ্চতা বুঝানোই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ রাস্তার দি মতভেদ হয়, তাহলে বাড়ীর

প্রধান ফটকের উচ্চতা যে পরিমাণ এবং এর প্রস্থ যে পরিমাণ, সে হিসাবেই রাস্তার উচ্চতা এবং প্রস্থের বিষয়টি নির্ণয় করা হবে ।



কখনো উপরের তলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে আমাদের ইমাময় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন , তা তারা ান অবস্থার প্রেক্ষিতে করেছেন অথবা নিজ নিজ শহরের লোকদের রেওয়াজ হিসাবে বলেছেন। কেউ কেউ বে ফিকহী কারণেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ; রেওয়াজ হিসাবে নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের যুক্তি হচ্ছে : উপরের তলার তুলনায় নীচের তলায় নিহিত আছে । কেননা, উপরের তলা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও নীচের তলার ফায়দা বাকী থেকে যায় । তলা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উপরের তলার ফায়দা আর বাকী থাকে না। অধিকন্তু নীচের তলায় ভিন্নভা া এবং বসবাস করা উভয়টিই সম্ভব। কিন্তু উপরের তলায় শুধু মাত্র বসবাস করাই সম্ভব, অন নয় । কেননা, নীচের তলার মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে উপরের তলায় কোন কিছু বানানো সম্ভব নয়। কাজেই এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান বলে ধর্তব্য হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : উপর তলা এবং নীচের তলা উভয় তলার উদ্দেশ্যই হলো- বসবাস বসবাসের ক্ষেত্রে উভয় তলা হচ্ছে সমান

( উভয়ের ফায়দাই হলো বরাবর। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ ( র) এর মূলনীতি অনুসারে প্রত্যেক তলার ম এমন কিছু সম্ভব; যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। (কাজেই উপর তলার এক হাত নীচের তলার এক হাতের সমা াণ্য হবে।) | আর ইমাম মুহাম্মদ (র ) এর যুক্তি হলো : উপর তলা এবং নীচের তলার গরম ও ঠান্ডা এক রকমে এই হিসাবে উভয় তলার ফায়দাও বিভিন্ন রকমের । এ অবস্থায় মূল্যের ভিত্তিতে উপর তলা ও নীচের মতা বিধান করা ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। (কাজেই মূল্যের ভিত্তিতেই তলার মধ্যে সমতা বিধান করা হবে । বর্তমানে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতামতের উপরই ফাতওয়া ন্তু তার মতের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই ।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা যা কিতাবে (কুদূরীতে) উল্লেখ রয়েছে, তা হ ; তথা দ্বিতল ভবনের ৩৩ হাত শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান হবে । কেননা , শুধ নীচ তলার অর্ধেকের অনুরূপ । সুতরাং নীচ তলার ৩৩ হাত উপর তলার ৬৬৪ হাত এর সমান হবে মারো যোগ হবে উপর তলার ৩৩ হাত । এই হিসাবে ১০০ হাত - যা শুধু উপর তলা ভবনের ১০০

। আর শুধু নীচ তলা বিশিষ্ট ভবনের ১০০ হাত ) (L& তথা দ্বিতল ভবনের ৬৬ হাতের
কেননা, এর (Ls ) উপর তলা- নীচ তলার অর্ধেকের মত । এই হিসাবে এর সর্বশেষ
১০০ হাত। যেমন- আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ।

ও বন্টনের মাসাইল

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো : ak : তথা দ্বিতল ভবনের ৫০ হাত শুধু নীচ তলা ভ
হাতের সমান অথবা শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান হবে।

কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে উপর-নীচ উভয় সমান । কাজেই পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতল ভবনের ৫০
হাতের সমান বলে গণ্য হবে । ৫০ হাত নীচের তলা থেকে আর বাকী ৫০ হাত উপরের তলা থেকে ধর্তব্য হবে ।

| ইমাম কুদূরী (র ) বলেন : বন্টনপ্রার্থী অংশীদারদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর যদি বন্টনকা
ত সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

গ্রন্থকার বলেন : উপরে কুদূরী গ্রন্থকার যা বলেছেন , তা মূলত : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসু
অভিমত । পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ ( র ) বলেন : তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না । ইমাম আবু ইউসুফ
প্রথম অভিমতও এরূপই ছিল। ইমাম শাফিঈ ( র) ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন । অবশ্য ফকীহ খাসসাফ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র )
শায়খায়নের অভিমতের অনুরূপ বলে । উল্লেখ করেছেন । বিচারকের পক্ষ হতে নিয়োগ প্রাপ্ত দুই বন্টনকারী এবং
ন্যদের হুকুম একই।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হলো : তারা (সাক্ষীদ্বয়) তাদের নিজেদের কর্মের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছে
 নিজের ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না । ) কাজেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না ।
 নিজের গোলাম আজাদ করার বিষয়টিকে অপরের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এবং এ অবস্থায় ঐ তৃতীয় ব্যক্তি যদি নিজের সে
নের ব্যাপারে নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করে , তাহলে তার এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না ।
খাইনের যুক্তি হলো : বন্টনকারীদ্বয় অন্যের কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আর তা হলো : বন্টিত সম্পত্তি বু
খলে নেওয়া। তারা তাদের নিজেদের কর্মের উপর সাক্ষী দেয়নি । কেননা, তাদের কাজ তো হলো বন্টন করে পরস্পরের হক
ওয়া । এ কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই । দ্বিতীয়ত: এ পৃথককরণের বিষয়টি ১০ , তথা এমন কোন
, যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া যায় । কেননা, এটি (পৃথক করণকে মেনে নেওয়া) কোন অপরিহার্য ব্যাপার নয়। এটি তো অপরিহার্য হয় দখল কর
দ্বারা। আর এ দখল ও বুঝে নেওয়া হচ্ছে অপরের কাজ (বন্টনকারীদের কাজ নয়)। সুতরাং অন্যের কাজের ব্যাপারে বন্টনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযে

ইমাম তাহাভী ( র) বলেন, বন্টকারীদ্বয় যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বষ্টনকার্য করে থাকেন, তাহলে
ণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে

। কোন কোন মাশাইখ এ অভিমতের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া -~-১১

কেননা , তারা (সাক্ষীদ্বয়) এমন কাজ পরিপূর্ণ হয়েছে বলে দাবী করছে , যে কাজের ব্যাপারে তাদের
িয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাহাদাত (সাক্ষ্য) বলে ধর্তব্য হলেও সূক্ষ্ণ ও
রীণ দৃষ্টিতে এটি হলো একটি দাবী । অতএব এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে এ মাসআলা
আমাদের বক্তব্য হলো : বণ্টনকারীদ্বয়ের এ সাক্ষ্য তাদের নিজেদের অনুকূলে কোন লাভালাভকে টেনে আনছে
বণ্টনপ্রার্থী অংশীদার ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ একমত যে, বণ্টনকারীদ্বয়কে যে কাজ , তথা সম্পত্তি পৃ
ভাগ করণের কাজে শ্রম বিনিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে , তারা তা পূরা করেছে । (অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের কর্মের ব
তভেদ নেই), মতভেদ হলো : হক বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে। কাজেই তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার কোন সুযে
এই হিসাবে বণ্টনকারীদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়)। | যদি একজন বণ্টনকারী সাক্ষ্য প্রদান করে
ীয় হবে না। কেননা, একা - এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অপরের বেলায় গ্রহণযোগ্য হয়না । বিচারক যদি নিজের বে
ক বলেন , অপর কোন ব্যক্তির নিকট মালামাল হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য , তাহলে আমীনের কথ্য গ্রহণযে
র উপর থেকে জরিমানা করার ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যের উপর কোন কিছুকে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কথা
াগ্য হবে
দি সেই তৃতীয় ব্যক্তি এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে । আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত ।

অনুচ্ছেদ

## ণ্টনে ভুল হয়েছে বলা এবং এতে মালিকানার দাবী উত্থাপন করা

ইমাম কুদূরী (র ) বলেন ; যদি ণ্টনপ্রার্থীদের কোন একজন ণ্টনে ভুল হয়েছে দাবী করে বলে
ভাগের কিছু জিনিস তার (অমুক) সাথীর দখলে রয়েগিয়েছে, অথচ সে তার অংশ বুঝে পাওয়ার বাপারে
রোক্তিও করেছিল, তাহলে দলীল প্রমাণ ছাড়া তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না । কেননা বণ্টন কার্য সম্পাদিত হওয়ার পর , সে তা র
ব্যাপারে দাবী করছে । কাজেই দলীল- প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না ।

যদি বাদী ব্যক্তির অনুকূলে দলীল - প্রমাণ সাব্যস্ত না হয় তাহলে অং শীদারদের থেকে শপথ নেওয়া হবে
ায়) । তাদের থেকে যদি কেউ শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে তার এবং বাদীর অংশ একত্রিত করা হবে
হিস্যা অনুপাতে এ সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে ।

| কেননা, অস্বীকার করা বিশেষ ভাবে তার ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে কাজ করবে । অতএব তাদের ধারণা অনুপাতে তাদের সাথে ত
বে । ( গ্রন্থকার বলেন : তার দাবী গ্রহণ না করাই উচিত । কেননা, তার বক্তব্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান রয়েছে
কার পরবর্তী বাক্যে এদিকেই ইংগিত করেছেন ।

বাদী যদি বলে : আমি আমার হক বুঝে পেয়েছি, তবে তুমি আমার থেকে কিছু সম্পত্তি নিয়েছ , তাহলে শপথসহ বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে । কেননা , বাদী- বিবাদীর বিরুদ্ধে সম্পদ ছিনিয়ের দাবী করছে । অথচ সে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করছে।

যদি বাদী বলে , আমার জায়গা ঐ পর্যন্ত , কিন্তু সে আমাকে তা হস্তান্তর করে দেয়নি, আর যদি সে স পাওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তিও ব্যক্ত না করে , এ অবস্থায় তার সাথে যে ব্যক্তি শরীক, সে যদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ভয়ই শপথ করবে , এরপর এ বণ্টন বাতিল করে দেওয়া হবে । কেননা , বণ্টনের মাধ্যমে তারা যে পরিমাণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছে , ঐ দের মধ্যে মতভেদ। কাজেই এটি নজীর ঐ মতভেদের, যা বিক্রীত মালের ১ . বণ্টনকারী ব্যক্তি সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার পর যদি এতে , অথবা কেউ যদি বণ্টিত

সম্পত্তিতে মালিকানা দাবী করে, তবে এর বিভিন্ন ধরন ও প্রক্রিয়া হতে পারে । **এগুলোর প্রত্যেকটির হুকুম** ভিন্ন । এ পরিচ্ছেদে এরই বিস্তা লোচনা করা হয়েছে ।



{S, ৭। ণের ব্যাপারে সংঘটিত হয়ে থাকে । পূর্বে পরস্পর শপথ করার বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনায় এ তে উল্লেখ করা হয়েছে। | যদি অংশীদার দু’জন সম্পদের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ করে , তাহলে তাদের বক্ষেপ করা হবে না । কেননা এটি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ । এ অভিযোগ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় না । অনুরূপভাবে মধ্যেও তা শোনা হবে না । কেননা , এখানে বণ্টনপ্রার্থীদের মধ্যে পরস্পর সম্মতি রয়েছে । কিন্তু বিচারকের ফয়সালা অনুপাতে হয় এবং পক্ষপাতিত্ব যদি খুব বেশী হয় (তাহলে অভিযোগ শোনা হবে। কেননা, বিচারকের হস্তক্ষে রায়ণতা বিদ্যমান থাকা শর্ত, { অথচ এখানে তা নেই । ) যদি দুই শরীকের মধ্যে কোন বাড়ী বণ্টন হয় এবং এক একটি অংশ প্রাপ্ত হয় , এ অবস্থায় তাদের একজন যদি অন্যের দখলে বিদ্যমান কোন একটি ঘরের ব্যাপারে করে যে, বণ্টনে একটি সে প্রাপ্ত হয়েছিল (কিন্তু সে তা - তার নিকট হস্তান্তর করেনি) এ পর্যায়ে বিবাদী দাবী অস্বীকার করে, তাহলে বাদীর উপর অপরিহার্য হবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা । এর কারণ আমরা পূর্বে করেছি। আর যদি তারা উভয়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে , তবে বাদীর সাক্ষ্য - প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা , বাদীর এখানে দখলদারীত্ব নেই । আর যার দখলদারীত্ব নেই, তার সাক্ষ্য প্রমাণই অগ্রাধিকার ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণের উপর । যদি সম্পত্তি বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তির আগে আগে ঘটনা ঘটে, তাহলে শপথ করবে এবং বণ্টনকে রদ করে দেবে। অনুরূপ ভাবে যদি তারা সীমানা নিয়ে মতভেদ করে এবং - প্রমাণ পেশ করে, তাহলে ফয়সালা দেওয়া হবে প্রত্যেকের জন্য ঐ অংশের, যা অপরের দখলে আছে। এর কারণ আমরা পূর্বে যদি একজনের অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তার পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে। আর যদি কারো পক্ষেই সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া যা ভয় শপথ করবে , যেমন : বেচা - কেনার মধ্যে হয়ে থাকে ।

পরিচ্ছেদ : হক তথা মালিকানা দাবী করার মাসাইল ইমাম কুদূরী (র) বলেন : (বণ্টনের পর ) যদি
র কোন এক জনের অংশের নির্দিষ্ট কিয়দংশের ব্যাপারে মালিক বের হয়ে আসে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর
ন বাতিল হবে না। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি তার অংশের সমপরিমাণ তার সাথীর অংশ থেকে নিয়ে নিবে । পক্ষান্
আবু ইউসুফ (র) বলেন : এ অবস্থায় বণ্টন রহিত বা বাতিল হয়ে যাবে ।

| গ্রন্থকার বলেন : ইমাম কুদূরী ( র ) এর মতে , নির্দিষ্ট কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে
বয়ের এ মতভেদ প্রযোজ্য হবে । আসরার ’ গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত

মন রে জংশটি যার দখলে আছে, তা দি ৩২ জন পাবে ।

ঃ ন্টনের মাসাইল



য়েছে । প্রকৃত পক্ষে সহীহ হলো : দুই শরীকের কোন এক জনের অবিভাজ্য কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে এলে ইমাম
প্রযোজ্য হবে । পক্ষান্তরে যদি নির্দিষ্ট কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে আসে , তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে উক্ত বণ্টন বাতিল হ
পূর্ণ সম্পত্তির অবিভাজ্য | কিয়দংশের ব্যাপারে মালিক বের হয়ে আসে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায়ে বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। এ
এখানে তিনটি অবস্থা হলো । ইমাম কুদূরী (র ) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র ) এর অভিমতটি উল্লেখ করেননি । অ
মান ( র) তাকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর সাথে উল্লেখ করেছেন । আর আবু হাফস (র) তাকে ইমাম আর । ( র ) এর সাথে উল্লেখ ক
শুদ্ধতম মত । ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসায় একথা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে
মালিকের মালে তৃতীয় অপর একজন মালিকও আছে । কাজেই তার সম্মতি ছাড়া বণ্টন বাতিল বলে পরিগণিত হবে । যেমনিভাবে বণ্
রিগণিত হয় , যখন উভয়ের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে আসে । এর কারণ হলো : অবিভাজ্য অংশের মালিক বের হয়ে আসার কারণে বণ্
র গিয়েছে । আর তা হলো : পৃথক পৃথক করণ । কেননা , এ অবিভাজ্য অংশের মালিকানা ওয়াজিব করে অবিভাজ্য ভাবে অপরে
থেকে অনুরূপ পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া, নির্দিষ্ট কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি এর থেকে ব্যতি

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র ) এর যুক্তি হলো : কোন এক শরীকের অংশের অবিভাজ্য কিয়
বের হয়ে আসার কারণে পৃথক করণের অর্থ শেষ হয় না । আর এ কারণে শুরু অবস্থাতেই এভাবে সম্পত্তি বণ্টন করা জাইয
কোন একটি সম্পত্তির সামনের অর্ধেকে দুই ব্যক্তি এবং অপর ব্যক্তি (তিন ব্যক্তি) শরীক । আর পেছনের
দুই ব্যক্তি শরীক । এতে আর কোন শরীক নেই । এই অবস্থায় উক্ত দুই শরীক ব্যক্তি যদি এইভাবে সম্পত্তি
য, সামনের অর্ধেকে তাদের যা আছে তা এবং পেছনের এক চতুর্থাংশ এক জনে নিবে , তবে এ ধন জাইয হবে। (প
জাইয) এমনিভাবে শেষের দিকেও এ ১. কোন একজনের অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি উভয়ের অবিভাজ্য কিয়দংশের

মধ্যে মালিক বের হয়ে আসার মতই । ২. যেমন একটি বাড়ীতে যায়, সাজিদ এবং খালিদ, এই তিন ব্যক্তি শরীক । বাড়ীর সামনের অর্ধে

ং শরীক । কিন্তু পেছনের অর্ধেকে শুধুমাত্র যায় এবং খালিদ শরীক । এতে সাজিদের কোন অংশ নেই । এ অবস্থায় যায় এবং খালিদ যদি তা ত্তিতে এভাবে বণ্টন করে যে , সামনের অংশ পূর্ণটাই যায় নেবে এবং পেছনের অংশ থেকে ২ নেবে , অর্ধেক নয় । এভাবে বণ্টনের ফলে মাসআলা র হলো যে , যায় এবং সাজিদ সামনের অর্ধেকের আধাআধির অংশীদার হলো । আর পেছনের অর্ধেকের মধ্যে খালিদের ৪ এবং যাদের ৪ না। উল্লেখ্য যে, এভাবে কটন করা জাই । এতে পৃথক করণের বিষয়টিও বহাল আছে। কাজেই যেমনিভাবে প্রথম অবস্থায় জাইয, ঠিক এপ শেষ অবস্থায়ও বণ্টন করা জাইয হবে ।

আল-হিদায়া জাতীয় লেন-দেন করা

হিসাবে উক্ত মাসআলাটি নির্দিষ্ট অংশে মালিক বের হয়ে আসার মতই হয়ে গেল । পক্ষান্ত রীকের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে এলে এর হুমুমের থেকে ব্যতিক্রম হবে । কেননা, এ অবস্থায়ও যদি ক বহাল তথা কার্যকরী রাখা হয়, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির অবশ্যই ক্ষতি হবে । ( এ অবস্থায় তার অংশ পূর্বের দু অংশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কারণে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় নতুন মালিকের কোন ক্ষতি নেই। কাজেই এ লার মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট ।

সূরতে মাসআলা (মাসআলার প্রকৃতি বা ধরন) হলো এই যে , যখন শরীক দুই জনের একজনে বাড়ীর সাম শ নিল এবং অপরজনে নিল পেছনের অংশের দুই তৃতীয়াংশ, আর এই উভয় অংশের মূল্য হচ্ছে সমান, য় কেউ সামনের ভাগের অর্ধেক অংশের মালিকানা দাবী করলো, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমা দ (র) এর মতে উক্ত ব্যক্তি (সামনের ভাগের মালিক যায়দ) ইচ্ছা করলে এ বণ্টনকে নাকচ করে দি অধিক ভাগাভাগি করার ক্রটিকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে। আর ইচ্ছা করলে সে এ বণ্টনকে বহাল রেখে , যে অং পছনের অংশ পড়েছে , তার সে অংশ থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। কেননা, সামনের পূর্ণ অংশের মালি লে , সে ঐ ব্যক্তির দখলে যে পরিমাণ আছে। তার অর্ধেক ফেরৎ নিয়ে নিত । যেহেতু সামনের ভাগের অর্ধেকে য় এসেছে, কাজেই সে তার অপর সাথীর দখলে যা আছে এর অর্ধেকের অর্ধেক তথা এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নে শেষকে পূর্ণ বস্তুর উপর কিয়াস করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে । | সম্মুখ ভাগের মালিক ব্যক্তি তার অংশের অ করে দেওয়ার পর যদি অবশিষ্ট অর্ধেকের নতুন কোন মালিক বের হয়ে আসে তাহলে ইমাম আবু হানীফা, র ) এর মতে উক্ত (সম্মুখ ভাগের মালিক) ব্যক্তি পেছনের অংশে র মালিকের নিকট থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। এ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর প্রথমোক্ত মাসআলায় বণ্টন নাকচ করে দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে তার যে ইখতিয়া কিয়দংশ বিক্রি করে দেওয়ায় তার সে ইখতিয়ার এখন আর থাকবে না ; বরং রহিত হয়ে যাবে ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ অবস্থায় তার অপর সাথীর দখলে যে সম্পত্তি রয়েছে, তা তারা অ াবে । আর সম্মুখের অংশ যা বিক্রি করা হয়েছে এর অর্ধেক মূল্য সম্মুখ ভাগের মালিক- পেছনের ভাগের কে জরিমানা স্বরূপ ফেরৎ দিয়ে দেবে। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে, যে বণ্টন কার্য পূর্বে সম্পা

ন, তা ফাসিদ হয়ে গেছে। তা সত্বেও ফাসিদ আকদের ভিত্তিতে যে মূল্য হস্তগত হয় , তা যেহেতু 3 1 3
য় অর্থাৎ তাতেও যেহেতু মালিকানা

জেই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা ঠিক নয় ।

ায় : বণ্টনের মাসাইল

৮৭

রতিষ্ঠিত হয় , সেহেতু এতেও ক্রয় - বিক্রয়ের হুকম কার্যকরী হবে। আর তা হলো বিক্রীত মূল্যে
জরিমানা প্রদান করা । কাজেই তাকে তার অপর শরীক ব্যক্তির
শের জরিমানা পরিশোধ করতে হবে । । | ইমাম কুদরী (র ) বলেন : (মত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য ) সম্পত্তি রিসদের মধ্যে ) বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উপর যদি এমন ঋণের কথা প্রকাশ হয় , যা পুরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয়, তা দ তথা বাতিল করে দেওয়া হবে । কেননা, এ ঋণ ওয়ারিসদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক । এমা তার সমুদয় মাল গ্রাস করে না নেয়, তাহলেও , (বণ্টন বাতিল করে দেওয়া হবে। কেননা , পাওনাদারদের হক এ সম্পত্তির সাথে যাওয়ার পরও সম্পত্তি বাকী থাকে , যা-দ্বারা পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব, তাহলে বণ্টন বাতিল হবে না। কেননা , এ অবস্থায় পাওনাদারদের হক রিশোধ করার জন্য কৃত বণ্টন বাতিল করার কোন দরকার নেই।

বণ্টনের পর যদি পাওনাদারগণ তাদের পাওনা মাফ করে দেয় অথবা ওয়ারিসগণ যদি তাদের মাল থেকে ঋণ পরিশোধ করে পূর্ণ সম্পত্তি গ্রাস করে নেক বা না নেক , এ অবস্থায় বণ্টন জাইয হবে । কেননা , বণ্টনের ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক ছিল, তা শেষ । যদি বণ্টন প্রার্থীদের একজন পরিত্যাজ্য সম্পদে ঋণ আছে বলে দাবী করে, তবে তার দাবী সহীহ হবে। কেনন (প্রথমে সম্পদ বণ্টন করা ও পরে ঋণের দাবী করাতে) কোন বৈপরিত্য নেই । কারণ ঋণের সম্পর্ক হলো পরিত্যাজ্য সম্পদের মালিয়াতের সাথে টনের সম্পর্ক হলো

াজ্য সম্পদের বাহ্যিক অবস্থার সাথে ।

যদি ওয়ারিসদের কোন একজন পরিত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন একটি মালের মালিকানা দাবী কান উপায়েই হোক না কেন , তাহলে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। কেননা , এ ক্ষেত্রে তার দাবী ও কর্মে বৈপরিত্য রয়েছে , বণ্টনের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্যে এ কথার স্বীকারোক্তি রেয়েছে যে, যে মাল বণ্টন করা হয়েছে, তা শরিকী মাল । (একক কারো ম াই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না । )

=

কান ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর সে যদি পরিত্যাজ্য সম্পদ রেখে যায় , তবে এর দ্বারা প্রথমে তার (মৃত ব্যক্তির ) দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। এরপর সে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে । তারপর অবশিষ্ট সম্পদের এক ীয়াংশের দ্বারা তার অসিয়ত বাস্তবায়িত করা হবে। এরপর যদি আরো সম্পদ বাকী থাকে , তবে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে ।

না মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ! তা সত্ত্বেও কেউ মারা যাওয়ার পর যদি ওয়ারিসগণ তার সমুদয় সম্পত্তি ব্লটন ক এরপর জানা যায় যে , তার যিম্মায় ঋণ আছে , এ অবস্থায় দেখতে হবে , ঋণ তার পূরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয় কিনা? উপরোক্ত দুই অবস্থা টন বাতিল করে দিতে হবে । প্রথমোক্ত অবস্থায় এই পরিত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে ওয়ারিসদের হক সম্পর্কিত না হওয়ার কারণে , আর শেষোক্ত স্থায় এই সম্পত্তির সাথে পাওনাদারদের হক সম্পর্কিত হওয়ার কারণে । অবশ্য সম্পত্তি ব্লটন করে নেওয়ার পরও যদি এ পরিমাণ সম্পদ অ ব্লটি স্থায় থাকে, যা-দ্বার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করা সব, তাহলে এ অবস্থায় বণ্টন বাতিল করার প্রয়োজন হবে না । বরং এ অবস্থায় বণ্ট বে।

আল-হিদায়া

## রিচ্ছেদ : মুহায়াত -এর বিবরণ।

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহসান এর ভিত্তিতে লাভ, মুনাফা এবং সুবিধা সমূহ বণ্টন করে নেওয়া জাইয অনেক সময় সমষ্টিগত ভাবে মুনাফা বা সুবিধা। হাসিল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণেই এতে বিচারক বল পারেন, যেমন বল প্রয়োগ করতে পারেন তিনি বণ্টনের ক্ষেত্রে। তবে এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুনা র তাকমীল(পূর্ণতা অর্জন) এর ক্ষেত্রে বণ্টনের বিষয়টি অধিক শক্তিশালী। কেননা, বণ্টনের মধ্যে একই সময়ে ক একত্রিত করা হয়। আর L এর মধ্যে মুনাফাকে একত্রিত করা হয় পর্যায়ক্রমে। যেহেতু বণ্টনের বিষয়টি L শক্তিশালী। এ কারণেই যদি দুই শরীকের কোন একজন বণ্টনের দাবী করে এবং অপর জন L প্রার্থনা করে, তাহ (L না করে) তাদের সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। কেননা, বণ্টনের বিষয়টি (লাভালাভের)। পূর্ণতা বিধানের কার্যকরী।

যদি বণ্টনযোগ্য সম্পত্তিতে ‘L2,' করা হয়, এরপর শরীকদের কোন একজন বণ্টনের দাবী করে, তবে সম রে দেওয়া হবে এবং L' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, লাভ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বণ্টনের বিষয়টি অধিক কার্যকর। এক জনের মারা যাওয়ার কারণে বা উভয়ের মারা যাওয়ার কারণে 'L4 বাতিল হবে না। কেননা, যদি 'L' য়, তাহলে বিচারক তা আবার নতুন করে করবেন। অথচ একবার ভঙ্গ করে আবার নতুন ভাবে মুহায়াত করাতে কোন লাভ নেই।

কোন বাড়ীতে দুইজন শরীক আছে। তারা যদি পরস্পর এভাবে মুহায়াত করে যে, সে বাড়ীর এ এবং অপরজন অন্য অংশে থাকবে, অথবা সে উপর তলায় থাকবে এবং অপরজন নীচ তলায় থাকবে, হবে। কেননা, এভাবে মূল সম্পত্তি ব্লটন করা জাইয, কাজেই এভাবে 'L' (মুনাফা বণ্টনও) জাইয থ্য যে, এ প্রক্রিয়ায় করার মর্ম হলো সমুদয় অংশকে পৃথক করে দেওয়া। মূলত: এটি সম্পদের তথ্য কারণেই এতে 55' তথা সময় নির্দিষ্ট করণ শর্ত নয়।

াফা বণ্টনকারী প্রত্যেক অংশীদারের এই হক থাকবে যে, তারা মুহায়াতের মাধ্যমে যা প্রাপ্ত হয়, তা
ট ভাড়া দিতে পারবে, চাই মূল আকদের মধ্যে ভাড়া দেওয়ার কথা শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হোক বা না
া, ১. মুহায়াত (L) বাবে মুফা'আলার (LaL) ক্রিয়ামূল। আর তাহায়, () Li' এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হলো লাভ,
মূহ বণ্টন করে নেওয়া। প্রথমে গ্রন্থকার (র) মূল সম্পত্তি ও বস্তুর বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার পর তিনি মুনাফা ইত্য
সম্পর্কিত আলোচনা এখানে করেছেন। কেননা, এদুয়ের মধ্যে একটি মূল ও অপরটি শাখার মর্যাদা রাখে। তাই প্রথমে তিনি মূল সম্পর্কে আলোচনা

ায় : বণ্টনের মাসাইল

৮৯ প্রত্যেকের মালিকানায় ভিন্

া ভাবেই মুনাফা হাসিল হয়ে থাকে। ( তাই তারা তা ভাড়াও দিতে পারবো । ) | যদি দুই
ক) ব্যক্তি কোন এক গোলামের ব্যাপারে এইভাবে ? ' তথা পালা বণ্টন করে যে, সে এক দিন তার খিদমত করবে এ
দিন অপর জনের খিদমত করবে, তবে তা জাইয হবে । অনুরূপভাবে ঘোট ঘোট কামরার ক্ষেত্রেও এভাবে ৫ (পালা বণ্টন) করা জাই
, কখনো সময়ের হিসাবে হয়, আবার কখনো স্থানের হিসাবে হয় । এখানে প্রথমটিই নির্দিষ্ট । | 4 3 সময়ে
হয়েছে না স্থানের হিসাবে হয়েছে , এ ব্যাপারে যদি দুই অংশীদারের মধ্যে মতভেদ হয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে ,
টরই সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে বিচারক উভয়কে নির্দেশ দেবেন , যাতে তারা পরপর একমত হয়ে যায় । কেননা,
র পালা বণ্টন করা হয় , তবে তা হবে খুবই ইনসাফপূর্ণ কাজ । আর যদি সময়ের হিসাবে পালা বণ্টন করা
এতে মুনাফা হাসিল হবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে । (অর্থাৎ এ অবস্থায় সে পূর্ণ ঘর বা কামরা থেকে একাই ফায়দা হাসি
সক্ষম হবে । ) ।

আর যখন বণ্টনের দিক এবং অবস্থার ব্যাপারে মতভেদ হয়ে গেছে তখন এ ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের ঐ
অপরিহার্য । যদি সময়ের হিসাবে তারা " 4 5 কে গ্রহণ করে নেয়, তবে প্রথমে কে ব্যবহার করবে , তা নির্ধারণের জন্য
খা করা হবে, অপবাদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে । যদি দুই (শরীক) ব্যক্তি দুইজন গোলমের ব্যাপারে এভাবে মুনাফা
য, এই গোলাম অমুকের খিদমত করবে এবং ঐ গোলাম অমুকের খিদমত করবে, তবে সাহেবায়নের মতে এভাবে
জাইয আছে । কেননা , তাদের মতে বিচারক কর্তৃক বল প্রয়োগ করে অথবা তাদের স্বেচ্ছা সম্মতিক্রমে
করা যেহেতু জাইয , কাজেই এভাবে পালা বণ্টনও জাইয হবে । কেউ কেউ বলেন : ইমাম আবু হানীফা (র
বিচারক এভাবে বণ্টন করবেন না, আর ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এভাবেই বর্ণিত রয়েছে । কেননা, তাঁর
তীয় মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা যায় না ।

কিন্তু বিশুদ্ধতম বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা ( র) এর অভিমতও হচ্ছে এই যে, বিচারক তা বণ্টন করে দেবেন।
মুনাফার মধ্যে সাধারণত: কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। কিন্তু গোলামের মূল সত্তার বিষয়টি হলো এ হুম থেকে ব্যতি
এ ক্ষেত্রে খুব বেশী ব্যবধান হয়ে থাকে । যেমন এ সম্পর্কে পূর্বেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ।

ুই ব্যক্তি গোলাম দুটির ব্যাপারে এভাবে করে যে , যে যাকে নেবে সে - ই তার খানা - পিনার ব্যবস্থা করবে

তা জাইয আছে । এটি ইসতিহসান (সূম কিয়াস) এর কথা । কেননা দাস-দাসীকে আহার করানোর ব্যাপারে

যে জিনিস ব্লটন করা জাই এবং যে যে জিনিস ব্লটন করা জাই নয়, অনুচ্ছেদে ।

২

**আল-হিদায়**

াতঃ বদান্যতা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু পোশাক - পরিচ্ছদের শর্ত করণের বিষয়টি পূর্ব হুকুম

্রম । কেননা পোশাকের ব্যাপারে লোকেরা সাধারণত বদান্যতা প্রদর্শন করে না ।

যদি দুই ব্যক্তি দু'টি বাড়ীর ব্যাপারে এ মর্মে ' (মুনাফা ব্লটন ) করে যে , তাদে

কে এক একটি বাড়ীতে বসবাস করবে , তবে তা জাইয হবে। আর এ ব্যাপারে বিচারক তাদেরকে বাধ্য

। সাম্বোইনের মতে তো এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট । কেননা সাহেবাইনের মতে দু’টি বাড়ী একই বাড়ীর অনুরূপ

লন ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এ বিষয়ে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না । এ বিষয়টিকে তিনি ব্লটনের

য়াস করেছেন । অপর এক বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা ( র ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে , দুই বাড়ীর ব্যা

 আদৌ জাইয নয় । বল প্রয়োগ করেও জাইয নয় । ঐ দলীলের ভিত্তিতে , যা পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি।

ভাবে পারস্পরিক সম্মতি থাকলেও জাইয হবে না । কেননা এটি হলো 'k 'o ' (বসবাস) এর বিনিময়ে ; ২ .

) এর ক্রয় - বিক্রয়। পক্ষান্তরে মূল বাড়ী দু’টির ব্লটনের মাসআলা এর থেকে ব্যতিক্রম । কেননা

টির কোন একটিকে অপরটির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয। | যাহিরী রিওয়ায়েতে যে মতামত উদ্ধৃত করা হ

ক্ত হলো ঃ মুনাফার মধ্যে সাধারণত : ব্যবধান খুব কমই হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পর সম্মতির অবস্থায় এর ব্ল

বে এবং এতে বিচারক বল প্রয়োগও করতে পারবেন। আর একে । তথা পৃথককরণ বলেও গণ্য করা হবে । অ

দিক থেকে বাড়ী দুটির মধ্যে ব্যবধান যেহেতু বেশী, এ কারণে এ পর্যায়ে একে ' তথা বিনিময় বলে গণ্য করা হবে

াম আবু হানীফা (র) এর মতে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে দুই পশুর ক্ষেত্রে LG ( মুনাফা ব্লটন) করা জাইয নয়।

সাহেবাইনের মতে জাই । তারা মূল বস্তুর ব্লটনের উপর কিয়াস করে এ কথা বলে

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ আরোহীর বিভিন্নতার কারণে ব্যবহারের

তা এসে যায় । কেননা কোন কোন আরোহী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ , আবার কোন কোন আরোহী হচ্ছে

া।

একই পশুর উপর সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে -করাতেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে । এর কারণ আমর

করেছি। গোলামের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম । কেননা গোলাম তো নিজ ইখতিয়ারে খিদমত ক

 সে তার ক্ষমতা বহির্ভূত অতিরিক্ত খিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নেবে না । পক্ষান্তরে পশু

ক্ত খিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নিতে বাধ্য । | যাহিরী রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একটি বাড়ী কিরায়া দেও
ের L +' করা জাইয । কিন্তু একজন গোলাম বা একটি পশুকে এভাবে কিরায়া দেওয়ার